কথার তুলিতে

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

পাহাড়ি গ্রাম। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের কোল ঘেঁষে পাহাড় বেয়ে চড়াই উৎরাই জুড়ে ঘন জঙ্গল। বলিষ্ঠ পুরুষদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে কোনও বন্যপশুর অতর্কিত আক্রমণে কারও ক্ষতি না হয়ে যায়। কোন প্রাচীনকালে গ্রামের প্রবীণরা স্থির করেছিলেন, একটা সুরক্ষাবাহিনী এই উদ্দেশ্যেই তৈরি থাকবে, যারা গ্রামকে রক্ষা করবে বাইরের শত্রু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং পশুদের আক্রমণ থেকে। এই 'পাহারা দল'-এ সামিল হতে পারা অত্যন্ত গর্বের। সেজন্য একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়—সকলে নির্বাচিত হতে পারে না। সেইসব যোদ্ধা বীরদের অন্য চোখে দেখে সমাজ। অনেক বাবা-মায়েরাই বলবান পুরুষশিশুকে অনুপ্রেরণা দেয়, যাতে তারা পাহারা দলে যোগ দেওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারে।

গ্রামে একটি বড় মাঠের ধারে লম্বা গাছটা রংপার খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে খেলতে আসে। এখন জঙ্গলে ঢুকে কাঠ আনার সময়। দুপুরবেলা—সূর্যের তেজ খুব বেশি। কিন্তু রংপা ওই দুপুর রোদেই প্রিয় গাছের একটি ডালে বসে আছে চুপচাপ, শুধু খুব জোরে জোরে পা দোলাচ্ছে। ''ভয় করছে?''—পিঠে পরিচিত হাতের স্পর্শ। খুড়তুতো ভাই সিম্বা তাকে খুঁজতে এসেছে। তাকে কাজে আসতে না দেখে ঠিক জায়গাতেই অনুসন্ধান করেছে সিম্বা। রংপার ভয় পাওয়া উচিত নয়, কিন্তু কিছুতেই উদ্বেগটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। গতকাল চাঁদের চতুর্দশীতে তার তেরো বছর পূর্ণ হয়েছে। আজ সেই পরীক্ষার দিন। রংপা খুব সাহসী, বড় নরম মন তার। যে কোনও বিপদ-আপদে সবাইকে সাহায্য করতে ছুটে যায়। একটু বড় হতেই সকলে বলাবলি করতে শুরু করে—''রংপাকে দলে নিতে হবে।'' মার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবা নিজে গ্রামের 'পাহারা দল'-এর খুব বড় সদস্য। তিনি চান, তাঁর ছেলেও একই গৌরব অর্জন করুক।

পরীক্ষাটি বড় অদ্ভুত। তেরো বছর পূর্ণ হলে সেই কিশোরকে চোখ বেঁধে জঙ্গলের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আসা হয় সন্ধ্যাবেলায়। সারারাত সে একা সেখানে থাকে।

অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজ

হিংস্র শ্বাপদসংকুল সেই অরণ্যে চোখ না খুলে, নির্ভয়ে সে যদি রাত কাটিয়ে জীবিত ফিরতে পারে এবং এই ভয়ের মুখোমুখি হওয়ার পরও সে প্রতিজ্ঞা করে যে এর চেয়েও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মোকাবিলা করতে সে প্রস্তুত থাকবে, তাহলেই কেবল তাকে দলভুক্ত করা হয় এবং সত্যিই সারাজীবন বহু চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে সকলকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাকে কাঁধে তুলে নিতে হয়। সবটাই হতে হবে স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে।

বিকেল গড়িয়ে যায়—প্রস্তুত হচ্ছে রংপা। মা খেতে দেয়। মার দিকে তাকাতে পারে না সে—সে নিশ্চিত জানে, মা কাঁদছে। মাকে দেখলে তারও চোখে জল আসবে। কঠিন মুখে বাবা পায়চারি করছেন। মুখ ভাবলেশশূন্য। তিনিই পুত্রকে নিয়ে যাবেন পরীক্ষাক্ষেত্রে। গ্রামের মানুষ একে একে এসে জমায়েত হয়। কেউ কোনও কথা বলছে না। এটাই রেওয়াজ। উৎসাহদান বা শোকপ্রকাশ—কিছুই করা চলবে না। সাহস আসবে পরীক্ষার্থীর মনের গভীর থেকে। রংপার চোখ বেঁধে দিলেন বাবা। ঘন অন্ধকার চোখের পাতায়—হাত ধরেছেন বাবা—হ্যাঁচকা টান পড়ল হাতে। ধীরে ধীরে রংপা চলতে শুরু করল। একটু অবাক লাগে—বাবা তাকে এত ভালবাসেন, কিন্তু হাতে ধরে কীভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? সে তো নাও ফিরতে পারে, তাহলে? বাবার ভয় করছে না? বাবার দৃঢ়মুষ্টির বন্ধনে তার ডান হাতটি। রংপা এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। বাবার নির্দয় ব্যবহারে বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে ওঠে অভিমান। সে তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে যে সে নাকি 'পাহারা দলে' স্থান পাওয়ার যোগ্য। কত গর্বের চোখে দেখে সবাই এই দলের মানুষদের। তার স্বপ্ন ছিল যে সে 'যোদ্ধা' হয়ে নিজের এবং অন্যদের যেকোনও বিপদে পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু এত অন্ধকারে অসহায় চোখবাঁধা অবস্থায় তাকে জঙ্গলে হিংস্র পশুদের মধ্যে ছেড়ে দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তার ভয় হয়, বাবার আবেগহীনতায় তার কষ্ট হয়। চোখের জলকে প্রাণপণে গিলে ফেলে সে। না, কোনও আবেগ প্রকাশ করা চলবে না।

একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের নিচে তাকে বসিয়ে দেন বাবা। মাথার ওপর খোলা ছাদ, কিন্তু পাথরটি তাকে ঝড়বৃষ্টি থেকে কিছুটা হলেও আড়াল করবে। এবার তার মাথায় হাত রেখে তিনি শুধু বললেন, ''আমি আসছি।'' আর কোনও কথা নয়। বাবার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে গেল। দুর্জয় ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল রংপার, মনে হল জ্ঞান হারাবে। জঙ্গলের প্রত্যেকটা আওয়াজ কানে আসছে তার। কাছ দিয়ে খসখস শব্দ, দূরে বুনো শেয়ালের ডাক। কী করে এত বড় রাতটা কাটাবে সে? চোখের বাঁধন এক হ্যাঁচকায় খুলে ছুট লাগাবে? নাঃ, মনে পড়ে গ্রামের বুড়ি ঠাকুমার কথা। আহা! বুড়ির ছেলে, এক্কেবারে জোয়ান ছিল দাদাটা—বাঘে টেনে নিয়ে গেছে। ঠাকুমা বড় কাঁদে। মনে পড়ে সোরেনদাদার কথা। পাহাড় থেকে পড়ে পা ভেঙে গিয়েছিল। কত্তো দূরে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। পা-টা কেটে বাদই দিয়ে দিয়েছে। এখন তো কিচ্ছু করতে পারে না। সে এদের কথা ভেবে এতদিন ধরে 'যোদ্ধা' হবে ঠিক করেছিল, আর এখন ভয়ে পালাবে? মনকে বোঝায়—আমার বাবাও তো একদিন এভাবেই পরীক্ষা দিয়েছিল, পরীক্ষা দিয়েছিল দলের অন্য সদস্যরাও। তাহলে আমি কেন ভয় পাব? বুকের ভেতর থেকে যেন খুঁড়ে বেরিয়ে আসে ক্ষীণ ধারায় একটা স্রোত—সাহসের স্রোত। তারপর স্রোতটা বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময় তার শিরদাঁড়াটা সোজা হয়ে যায়। সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল, এবারে মুখ তোলে। একটা রোখ চাপে তার। এর শেষ দেখতে হবে।

রংপা স্পষ্ট টের পায় গায়ের ওপর দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে কোনও সরীসৃপ। এত ঠান্ডা! সাপই হবে। বেশ জোলো হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ বৃষ্টি নামে। ভিজে যাচ্ছে সে—কনকনে ঠান্ডাটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে কাঁপুনি ধরায় শরীরে। জামাকাপড় ভিজে গেছে। রংপা চুপ করে বসে থাকে—তাকে জয়ী হতেই হবে। বুকের ভেতরটা যেইমাত্র সাহসে ভরে উঠল, তখন থেকে আর জঙ্গলের বিভীষিকাময় শব্দগুলি খুব একটা কানে এল না। ধীরে ধীরে ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে। কিন্তু তবু ঘুমকে প্রশ্রয় দেয় না রংপা। জেগে থাকতে হবে তাকে, কঠোর সতর্কতায় জেগে থাকতে হবে।

অতন্দ্র রাত্রি প্রভাত হয়। নরম রোদের আলো ছুঁয়ে যায় গাল। রংপা চোখের বাঁধন খোলে। আঃ, বেঁচে আছে সে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেই কেবল বোঝা যায় কত দামি এই জীবন, কত দামি প্রতিটা মানুষের জীবন। এবারে রংপা চারপাশে তাকাল, আর তখনই চমকে উঠে দেখল পেছনের পাথরে ঠিক তার মাথার ওপরে বসে আছেন বাবা!

''বাবা! তুমি কখন এলে?''

''আমি তো কোথাও যাইনি। এখানেই বসেছিলাম সারারাত। দেখছিলাম ভয়কে জয় করে কীভাবে তুমি একটু একটু করে একজন বীরযোদ্ধা হয়ে উঠছ। আর তোমায় দেখে দেখে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠছিল।''

''আমার যে শুধু মনে হচ্ছিল আমি এত একা, যদি কিছু হয়ে যায় কে আমায় বাঁচাতে আসবে?''

বাবা স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, ''আমি যে তোমার বাবা! তুমি কী করে ভাবলে, আমি তোমায় একা ছেড়ে দেব? তবে এই গোপন রহস্যের কথা প্রত্যেক পরীক্ষার্থী জানতে পারে পরীক্ষার শেষে। তারপর তাকেও এই রহস্যটি গোপনই রাখতে হয় সারাজীবন।''

রংপা বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সাহসী রংপা, বিজয়ী রংপা, পরোপকারে দৃঢ়সংকল্প রংপা বাবার হাত ধরে ফিরে চলল গ্রামের পথে।

আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন ভগবান—দুস্তর সেসব পরীক্ষা। কিন্তু সদুপায়পর সন্তানকে অতন্দ্র প্রহরায় রক্ষাও করেন। যে-বীর সন্তানটির মনোবল অটুট থাকে, ভাগ্যের চরম আঘাতে যে বলতে পারে, ''তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী'' —সেই পাশ-করা পুত্র বা কন্যাটিকে দেখে তিনি খুব খুশি হন। ''ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে/ হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।'' গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, ''কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি''—হে কৌন্তেয়, নিশ্চিত জেনো, আমার ভক্তের বিনাশ নেই।'' যদি আমাদের ভরসাটুকু অটুট থাকে, যদি জানি যে আমাদের জীবন এক অলক্ষ্য সুরক্ষাবলয়ে সুরক্ষিত—তাহলে ভয় কী?

নবীকরণের বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার ফ্ল্যাপের ডানদিকে 31.3.23 প্রিন্ট করা থাকলে বুঝতে হবে পত্রিকাপ্রাপ্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে, নবীকরণ করতে হবে। এই বছর থেকে চাঁদার হার এবং রেজিস্ট্রি ব্যয় সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে।

এক বছরের সডাক চাঁদা—180/-, তিন বছরের সডাক চাঁদা—500/-, পূজাসংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়ার জন্য (180+50) 230/- টাকা একবছরের জন্য পাঠাতে হবে।

প্রতিটি সংখ্যা পৃথকভাবে নিতে হলে এক বছরের জন্য (180+140) 320/- টাকা পাঠাতে হবে। আর তিন বছরের জন্য (500+420) 920/- টাকা পাঠাতে হবে। এইভাবে নিলে পূজাসংখ্যার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রি চার্জ দিতে হবে না।